জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠনতন্ত্র

পটভূমি ঃ ২০১০ সালে এনএপিডি রজতজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত পুনঃমিলনী সভায় 'এনএপিডি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথমে একটি এ্যাডহক কমিটি গঠিত হয়।

ধারা-১ঃ নাম ঃ 'জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন'।

ধারা-২ঃ সদর দপ্তর ঃ অ্যাসোসিয়েশনের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত হইবে। তবে, প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের বিভিন্ন শহরে এবং বিদেশে এর শাখা খোলা যাবে।

ধারা-৩ঃ বর্তমান ঠিকানা ঃ জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমী, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।

ধারা-৪ঃ সংজ্ঞা ঃ বিষয় ও প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই গঠনতন্ত্রে ঃ -

(ক) 'অ্যাসোসিয়েশন' অর্থ এনএপিডি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন।

(খ) 'অ্যালামনাই' অর্থ এনএপিডি'র যে কোন কোর্সে অংশ গ্রহণ করে সার্টিফিকেট অর্জনকারী এবং এই প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেছেন যে কোন অনুষদ সদস্য।

(গ) 'ধারা ও বিধি' অর্থ অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি ও উপ-বিধিসমূহ।

(ঘ) 'বৎসর' অর্থ ১লা জানুয়ারি হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

(ঙ) 'সদস্য' অর্থাৎ-সাধারণ, জীবন সদস্য ও অনারারী।

(চ) 'সম্পত্তি' অর্থ নগদ তহবিলসহ অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ।

ধারা-৫ঃ আওতা ঃ বাংলাদেশ সহ যেকোন দেশে ইহার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যাইবে।

ধারা-৬ঃ মর্যাদা ঃ 'অ্যাসোসিয়েশন' একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সংস্থা।

ধারা-৭ঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ এনএপিডি ও এর অ্যালামনাইদের কল্যাণে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে 'অ্যাসোসিয়েশন' পরিচালিত হইবে;-

(ক) এনএপিডি-এর ভাবমূর্তি উন্নত করা;

(খ) সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা ও কার্যসম্পাদনের মান উন্নয়ন;

(গ) অ্যালামনাইদের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন এবং একে- অন্যকে যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা করা;

(ঘ) অ্যালামনাইদের জন্য সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও আমোদ ভ্রমণের আয়োজন করা;

(ঙ) লাইব্রেরী, মিউজিয়াম/আর্কাইভ, কনফারেন্স সেন্টার, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, গবেষণাগার, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন কেন্দ্র, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;

(চ) নিয়মিত 'বুলেটিন', সাময়িকী, পুস্তক মুদ্রণ ও বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করা;

(ছ) সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, স্বাস্থ্য সচেতবনতা মূলক ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা;

(জ) দেশে ও বিদেশে অ্যালামনাইদের সংগঠন গড়ে তোলা;

(ঝ) এনএপিডি-এর প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে সহযোগিতা করা;

(ঞ) পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা পরিচালনা ও প্রকাশনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও সমন্বয় সাধন এবং পেশাগত তথ্য, প্রশিক্ষণ উপকরণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়;

(ট) দেশের ও বিদেশের পরিকল্পনাবিদ, চিকিৎসা গবেষক ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপকদের মধ্যে মত বিনিময় এবং সৌহার্দ্য বৃদ্ধি ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধান;

(ঠ) জাতীয় সমস্যা সমাধানে উন্নয়ন পরিকল্পনার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি;

(ড) উন্নয়ন অর্থনীতি ও প্রকল্পব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাকে নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে কনসালটেন্সি/পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(ঢ) দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য অ্যালামনাইদের স্বীকৃতি বা পুরস্কার প্রদান করা এবং উৎসাহদানের জন্যে ফেলোশীপ, বৃত্তি প্রদান ইত্যাদির ব্যবস্থাকরণ;

(ণ) অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের জন্য কল্যাণমুখী কার্যক্রম গ্রহণ;

(ত) প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

(থ) উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে সহায়ক এরূপ অন্য সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা।

ধারা-৮ঃ শাখা ঃ

(ক) ন্যুনতম ১৫ জন অ্যালামনাই সমন্বয়ে বিদেশে অত্র অফিসের শাখা খোলা যাইবে। বাংলাদেশের বিভাগীয় শহরে শাখাসমূহ খুলিতে হইলে ন্যুনতম ৩০ জন এবং জেলা শহরে শাখা খুলিতে ন্যুনতম ১৫ জন অ্যালামনাই থাকিতে হইবে।

(খ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শাখার নাম হইবে, এনএপিডি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ---------- শাখা (স্থানের নাম)।

(গ) শাখাসমূহ নিজ নিজ স্থানে অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনের জন্য কাজ করিবে।

(ঘ) শাখার বার্ষিক প্রতিবেদন ও সদস্যদের তালিকা অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিবের নিকট নিয়মিত প্রেরণ করিতে হইবে।

(ঙ) শাখার সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

(চ) এনএপিডি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর জীবন ও সাধারণ চাঁদা সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ/মহাসচিবের বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।

(ছ) অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় নির্বাহের জন্য অ্যাসোসিয়েশন শাখাসমূহের নামে অর্থ বরাদ্দ করিতে পারিবে।

(জ) অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সংশ্লিষ্ট কোন কাজে যে কোন শাখা এনএপিডি - এর কাছে অর্থ পাঠাইতে পারিবে।

(ঝ) সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটি সম্পর্কিত বিধানগুলি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শাখাসমূহের কমিটি ও সাধারণ সভার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(ঞ) বিদেশস্থ শাখাসমূহ বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম কেন্দ্রের অর্থাৎ এনএপিডি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর সহিত সুষ্ঠু সমন্বয়পূর্বক পরিচালিত করিবে।

ধারা-৯ঃ সদস্য ঃ অ্যাসোসিয়েশনে নিম্ন বর্ণিত তিন ধরনের সদস্য থাকিবে;-

(ক) সাধারণ সদস্য ঃ সাধারণ সদস্যপদ কেবলমাত্র ৪(খ) ধারাতে সংজ্ঞায়িত অ্যালামনাইগণের জন্য নির্ধারিত থাকিবে।

(খ) জীবন সদস্য ঃ অ্যাসোসিয়েশনের জীবন সদস্য কেবলমাত্র ৪(খ) ধারাতে সংজ্ঞায়িত অ্যালামনাইগণের জন্য নির্ধারিত থাকিবে।

(গ) অনারারী সদস্য ঃ কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে সেইসব অ-অ্যালামনাইদের, যাঁহারা অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থেও উন্নয়নে/পরিবর্ধনের সহায়ক এবং ডোনার এমন স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গকে অনারারী সদস্যপদ প্রদান করিতে পারিবে। তবে, অনারারী সদস্যদের কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিংবা ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে না।

ধারা-১০ঃ সদস্যভুক্তির নিয়মাবলী ঃ ধারা ৪(খ) তে বর্ণিত যেকোন ব্যক্তিই অত্র অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধানের বিধি ও নিয়মাবলীর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত আবেদন ফর্মে মহাসচিব নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদন কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইলেই আবেদনকারী অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন।

ধারা- ১১ঃ সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা ঃ

(ক) সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়া ও আলোচনায় অংশগ্রহণ প্রস্তাব পেশ করা।

(খ) বিধি মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা দাবি করা এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব চাওয়া।

(গ) অ্যাসোসিয়েশনের যে কোন কমিটিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা।

(ঘ) ভোট প্রদান করা।

(ঙ) অ্যাসোসিয়েশনের কোন প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

(চ) সংগঠনের উন্নয়নের স্বার্থে পরামর্শদান বা নির্বাচন কমিশনে কাজ করা।

ধারা-১২ঃ সদস্যপদ বাতিল ঃ নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদ বাতিল হইবে;

যদি কোন সদস্য-

(ক) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন; সদস্যপদ ত্যাগে ইচ্ছুক সদস্যকে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র মহাসচিবের নিকট পাঠাইতে হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা যাইবে। এ বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) সাধারণ সদস্যদের ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েশনের প্রাপ্য চাঁদা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হন;

(গ) যদি মৃত্যুবরণ করেন;

(ঘ) মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হন;

(ঙ) অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র, বিধি ও নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হন অথবা কোন সদস্যের আচরণ বা কার্যকলাপে অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থহানিকর বা ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হন;

(চ) আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হন।

ধারা-১৩ঃ বহিষ্কার ঃ কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশন বা গঠনতন্ত্র বর্হিভূত বা অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এর বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কোন কাজ করিলে এবং এতদবিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করিয়া ও তাহার প্রাথমিক তদন্ত পূর্বক কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে তাহার সদস্যপদ স্থগিত এবং অভিযোগ প্রমানিত হইলে তাহাকে বহিষ্কার করা যাইবে।

ধারা-১৪ঃ পুনঃসদস্যভুক্তি ঃ যে সকল সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হইবে তিনি/ তাহার কার্যনির্বাহী কমিটির শর্তপূরণ এবং ধারা ১০ অনুযায়ী সদস্যপদ পূর্নবহাল আবেদন করিলে কার্যনির্বাহী কমিটি তাহা বিবেচনা করিতে পারিবে। কার্যনির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা বা সদস্য পদত্যাগ/অব্যাহতি/ অনাস্থা/বহিষ্কার/অপসারণ/মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদ শূন্য হইলে নির্বাহী কমিটির সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে কো-অপশনের মাধ্যমে উক্ত শূন্যপদ পূরণ করিতে পারিবে।

ধারা-১৫ঃ পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা ঃ

(ক) বাংলাদেশ বরেণ্য, বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহারা অ্যাসোসিয়েশনের কল্যাণে অবদান রাখিয়াছেন, তাঁহাদেরকেই অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া যাইবে।

(খ) এনএপিডি এর মহাপরিচালক মহোদয় পদাধিকার বলে এসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক থাকিবেন।

ধারা-১৬ঃ সাংগঠনিক কাঠামো ঃ সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ-

(ক) সাধারণ ও জীবন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে সাধারণ পরিষদ।

(খ) সাধারণ পরিষদ অ্যাসোসিয়েশনের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হইবে। প্রতিবছর কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। অ্যাসোসিয়েশনের প্রয়োজনে একাধিকবার বিশেষ জরুরী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

(গ) সাধারণ পরিষদের সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবার ন্যুনপক্ষে ৩০ দিনের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট সভার সভাপতির নিকট তাহা উপস্থাপন করিতে হইবে এবং সভাপতি ১০ দিনের মধ্যে ইহার অনুমোদন প্রদান করিবেন।

ধারা-১৭ঃ সাধারণ পরিষদের সভা আহবান ঃ

(ক) সভাপতির নির্দেশে মহাসচিব দুই সপ্তাহের নোটিশে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা আহবান করিতে পারিবেন। তবে, বার্ষিক সাধারণ সভা কমপক্ষে এক মাসের নোটিশে আহবান করিতে হইবে।

(খ) কোন জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি সাধারণ সভা কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা নোটিশে আহবান করার জন্য মহাসচিবকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারা-১৮ঃ সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম ঃ সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় উপস্থিতি সংখ্যা তথা কোরাম হইবে ন্যুনপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে, তবে নির্দিষ্ট তারিখে সভার জন্য নির্ধারিত সময়ের আধ ঘন্টার মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হন এবং অন্য কোন ঘোষণা না থাকে, উক্ত সাধারণ পরিষদের সভা মুলতবী গণ্য হইবে এবং পরবর্তী সপ্তাহে একই দিনে ও একই সময়ে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবে। মুলতবী সভার পরবর্তী সপ্তাহের অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত সময়ে আধ ঘন্টার মধ্যে সদস্যদের প্রয়োজনীয় উপস্থিতি না থাকিলেও উপস্থিত সদস্যদের লইয়াই সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে সভায় প্রয়োজনীয় উপস্থিতি আছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ধারা-১৯ঃ সাধারণ পরিষদের তলবী সভা ঃ সাধারণ পরিষদের ন্যুনপক্ষে ৭৫% জন সদস্যের লিখিত তলবীপত্র অনুসারে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করিবেন। তলবীপত্র পাওয়ার তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে সভা না আহবান করিলে তলবী সভার জন্য পত্রে দস্তখতকারীগণ নিজেরাই যথাযথ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেই কেবল সেই নির্দিষ্ট বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবার জন্য সভা আহবান করিতে পারিবেন এবং উপস্থিত সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

ধারা-২০ঃ কার্যনির্বাহী কমিটি ঃ

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকিবে।

(খ) অ্যাসোসিয়েশনের ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত সদস্যগণই কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হইবেন এবং সংবিধানের ২৪ ধারা অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভায় তাহাদের পরবর্তী কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল দায়িত্ব গ্রহণের পর হইতে ২ বৎসর বলবৎ থাকিবে।

(ঘ) মেয়াদ শেষ হইবার ন্যুনপক্ষে ১ মাস পূর্বে পরবর্তী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। যদি নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয়, তবে সভাপতি এগার সদস্য বিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করিতে পারিবেন। এই কমিটি তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করিবেন।

(ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য কার্যনির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় উপস্থিতি সংখ্যা বলিয়া গণ্য হইবে।

(চ) কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে বা ভোটে গৃহীত হইবে।

ধারা-২১ঃ কার্যনির্বাহী কমিটি ২৫ সদস্য বিশিষ্ট হইবে এবং নিম্নোল্লিখিত পদ গুলি থাকিবেঃ

সভাপতি	ঃ ০১ জন
সহ-সভাপতি	ঃ ০৩ জন
মহাসচিব	ঃ ০১ জন
কোষাধ্যক্ষ	ঃ ০১ জন
যুগ্ম মহাসচিব	ঃ ০১ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ ০১ জন
সহসাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ ০১ জন
গবেষণা ও উপদেশনা বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ০১ জন
প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ০১ জন
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ ০১ জন
প্রচার,প্রকাশনা ও জনসংযোগ সম্পাদক	ঃ ০১ জন
শিক্ষা ও পাঠাগার সম্পাদক	ঃ ০১ জন
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ০১ জন
দপ্তর সম্পাদক	ঃ ০১ জন
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ০১ জন
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	ঃ ০১ জন
ক্রীড়া সম্পাদক	ঃ ০১ জন
নির্বাহী সদস্য	ঃ ০৬ জন
মোট	ঃ ২৫ জন

ধারা-২২ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

(ক) কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কমিটির ভিতরের অথবা বাহিরের সদস্যদের লইয়া কমিটি ও সাব-কমিটি গঠন; তবে শর্ত থাকে যে, এ ধরণের কমিটি ও সাব-কমিটির বিবেচনার জন্য বিষয়াবলী সংঘবদ্ধভাবে বর্ণিত হইবে এবং ইহাতে এক বা একাধিক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন; সাব-কমিটির সদস্যদের মধ্য হইতে যেকোন একজন

চেয়ারম্যান/আহবায়ক হইবেন এবং একজন সদস্য কমিটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করিবেন। গঠিত কমিটি শুধুমাত্র নির্ধারিত বিষয়াবলীর জন্যই কাজ করিবে;

(খ) গঠনতন্ত্র ও বিধিসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া এমন সব মত প্রয়োগ করিতে পারিবে, যা গঠনতন্ত্র ও বিধির পরিপন্থি নয় অথচ সংঘবদ্ধভাবে গঠনতন্ত্র ও বিধিসমূহ লিপিবদ্ধ নাই;

(গ) নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত করিবে;

(ঘ) যোগ্যতা সম্পন্ন হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করিবে;

(চ) অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক ইহার সার্বিক উন্নয়ন ও উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কাজ করিবে;

(ছ) কার্যনির্বাহী কমিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা ও জরুরী সাধারণ সভার সময়, তারিখ, স্থান ইত্যাদি নির্ধারণ করিবে;

(জ) অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় খরচ অনুমোদন করিবে;

(ঝ) উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক মনোনীত এবং এর সংখ্যা নির্ধারণ করিবে;

(ঞ) অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করিবে;

(ট) অ্যাসোসিয়েশনের কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়োগের শর্তাদি অনুমোদন করিবে;

(ঠ) প্রবেশ ফি/চাঁদা ইত্যাদি নির্ধারণ করিবে এবং সদস্যদের আবেদনপত্র বিবেচনা ও অনুমোদন করিবে;

(ড) প্রবেশ ফি এবং সাধারণ ও জীবন সদস্যদের দেয় চাঁদার হার কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(ঢ) ঢাকয় প্রকাশিত বহুল প্রচারিত দু'টি জাতীয় দৈনিক (একটি হইবে বাংলা) পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির সাধারণ সভার নোটিশের জন্য যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে এরূপ নোটিশে তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ থাকিবে। এই নোটিশ উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে;

(ণ) তাঁহাদের উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। তবে উক্ত উপ-বিধি গঠনতন্ত্রের সাথে অসামঞ্জস্য এবং অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইতে পারিবে না। আরও শর্ত থাকে যে, কার্যনির্বাহী কমিটি প্রণীত উপ-বিধি পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে।

ধারা-২৩ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

১। সভাপতি ঃ

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান হইবেন;

(খ) তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

(গ) তিনি সভার প্রশ্নাবলী ও সিদ্ধান্তবলী অনুমোদন করিবেন;

(ঘ) প্রয়োজনবোধে তিনি গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা, উপ-ধারার ব্যাখ্যা/সিদ্ধান্ত দিবেন এবং তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে;

(ঙ) সমানসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে কাস্টিং ভোট দিতে পারিবেন;

(চ) জরুরী প্রয়োজনে ন্যুনপক্ষে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে যে কোন সময় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ডাকিতে পারিবেন।

২। সহ-সভাপতি ঃ

(ক) সাধারণভাবে সভাপতিকে সার্বিক কাজে সহায়তা করিবেন;

(খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে সহ-সভাপতিগণ অ্যাসোসিয়েশনের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

(গ) মেয়াদ পূর্তির আগে কোন কারণে সভাপতির পদ শূন্য হইলে ক্রমানুসারে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে পরবর্তী নির্বাচন না হওয় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। মহাসচিব ঃ

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

(খ) সভাপতির পরামর্শক্রমে তিনি অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় সভা আহবান করিবেন;

(গ) সভর কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা এবং বিবরণীতে স্বাক্ষর করিবেন;

(ঘ) বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও অডিট রিপোর্ট কার্যনির্বাহী কমিটিতে ও সাধারণ সভায় পেশ করিবেন;

(ঙ) সভাপতির পরামর্শক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সরকারি, বেসরকারি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন;

(চ) অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে কোন অনুমোদিত দলিল ও চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করিবেন;

(ছ) বিভাগীয় সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্যদের কার্যাবলীর সমন্বয় করিবেন;

(জ) সম্পাদকবৃন্দকে তাঁহাদের নিজ নিজ দপ্তরের কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য উপদেশ ও পরামর্শ দিতে পারিবেন;

(ঝ) নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ত, বেতন বৃদ্ধি, ছুটি মঞ্জুর ও শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঞ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক রিপোর্ট/রিটার্ন দাখিল করিবেন;

(ট) কমিটির অনুমোদনক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবেন;

(ঠ) তাঁর কাজের জন্য প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট জবাবদিহি করিবেন;

(ড) সভাপতির পরামর্শক্রমে মহাসচিব সাত দিনের নোটিশে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহবান করিবেন।

৪। কোষাধ্যক্ষ ঃ

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য তাহা পেশ করিবেন;

(খ) নির্ধারিত ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের টাকা রাখার বিধিমত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(গ) অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ বার্ষিক রিপোর্ট আকারে সাধারণ সভায় পেশের জন্য সময়মত তৈরি করিয়া দিবেন এবং বার্ষিক অডিট করাইবেন;

(ঘ) অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন এবং তাহা কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করিবেন;

(ঙ) সদস্যদের বাৎসরিক চাঁদা ও অন্যান্য অনুদান আদায়ের ব্যাপারে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(চ) চাঁদা আদায়ের রসিদ বই, আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা দেয়ার বই, চেক বই, অ্যাসোসিয়েশনের সকল প্রকার হিসাবপত্র, বিল ভাউচার ও হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য সকল কাগজপত্র তাহার তত্বধানে থাকিবে;

(ছ) তিনি অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় ব্যয় যথাসম্ভব চেকের মাধ্যমে সম্পাদন করিবেন;

(জ) অ্যাসোসিয়েশনের জরুরী ব্যয় নির্বাহের জন্য মহাসচিবের জ্ঞাতসারে তিনি সর্বোচ্চ ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা নিজের কাছে নগদ রাখিতে পারিবেন;

(ঝ) প্রচলিত হিসাব বিজ্ঞানের সকল আধুনিক হিসাব রক্ষণ নীতি অ্যাসোসিয়েশনের হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যা কোষাধ্যক্ষ এর তদারকিতে পরিচালিত হইবে।

৫। যুগ্ম-মহাসচিব ঃ

(ক)যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাসোসিয়েশনের কার্যে মহাসচিবকে সার্বিক সহযোগিতা ও সহায়তা করিবেন এবং প্রয়োজনে মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্ব পালন করিবেন;

(খ) মহাসচিবের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-মহাসচিব মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৬। সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ

(ক) তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কার্যকলাপ পরিচালনা করিবেন;

(খ) সভাপতি ও মহাসচিবের সঙ্গে তিনি সার্বক্ষিণিক যোগাযোগ রাখিবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(গ) অ্যাসোসিয়েশনকে শক্তি শালী করার জন্য এনএপিডি'র অ্যালামনাইদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করিবেন এবং সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালাইবেন;

(ঘ) অ্যাসোসিয়েশনের শাখা গঠনের বিষয়ে তিনি মতামত দিবেন ও কার্যনির্বাহী কমিটিতে অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

৭। সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ

(ক) সাংগঠনিক সম্পাদকের কাজে সহায়তা করা ;

(খ) সাংগঠনিক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার সকল কাজ করা।

৭। আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ঃ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিদেশের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে অ্যাসোসিয়েশনের ভাবমূর্তি তুলিয়া ধরিবেন।

৮। প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক ঃ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

৯। সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ অ্যাসোসিয়েশনের সকল বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদি, যেমনঃ সংগীত, নাটক, নৃত্য, ইত্যাকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

১০। প্রচার, প্রকাশনা ও জনসংযোগ সম্পাদক ঃ এনএপিডি'র অ্যালামনাইদের মধ্যে অত্র অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও চলতি কর্মসূচীসমূহ প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান/কর্মসূচীর আয়োজন করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রচারপত্র, পোস্টার, লিফলেট ও পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের অনুকুলে সকল কার্যক্রম বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের সকল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবেন। বিশেষ বাহক মারফত, ডাকযোগে অথবা খবরের কাগজের মাধ্যমে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিকট নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

১১। শিক্ষা ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের পাঠাগার সংরক্ষণ ও পরিচালনায় যথাযথ ভূমিকা পালন করিবেন।

১২। গবেষণা ও উপদেশনা সম্পাদক ঃ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত বিভিন্ন গবেষণামূলক কর্মকান্ডের সার্বিক তত্ত্বাবধান করিবেন এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অ্যাসোসিয়েশনের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করিবেন।

১৩। দপ্তর সম্পাদক ঃ মহাসচিবের সাথে পরামর্শক্রমে দপ্তর সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের সকল দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করিবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের সকল রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমের পরিসংখ্যান ও রিপোর্ট তৈরি করিবেন এবং তাহা সংরক্ষণ করিবেন।

১৪। মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ঃ অ্যাসোসিয়েশনের মহিলা সদস্যদের সাথে যোগাযোগ ও বিভিন্ন কর্মসূচীর সমন্বয় রক্ষা করিবেন।

১৫। সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ অ্যাসোসিয়েশনের সমাজকল্যাণমূলক যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৬। ক্রীড়া সম্পাদক ঃ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করিবেন।

১৭। কার্যনির্বাহী সদস্যঃ

(ক) সভাপতি ও সহ-সভাপতিবৃন্দের অনুপস্থিতিতে সংস্থার সভায় উপস্থিত জ্যেষ্ঠ সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(খ) মহাসচিব বা কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনায় সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করিবেন।

ধারা-২৪ঃ কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন ঃ

কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সদস্যগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে/প্যানেল সিলেকশনের মাধ্যমে সম্পন্ন হইবে। নির্বাচন পদ্ধতি সাধারণ সভায় নির্ধারিত হইবে।

ধারা-২৫ঃ অনাস্থা প্রস্তাব ঃ

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সাধারণ সদস্য লিখিতভাবে সভাপতিকে নোটিশ প্রদান করিবেন। নোটিশ প্রাপ্তির পর সভাপতি সাধারণ সভা আহবান করিবেন। এক্ষেত্রে সাধারণ সভায় মোট সদস্য সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইবে।

(খ) অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের অথবা শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সভাপতি সাধারণ সভা আহবান না করিলে অনাস্থা প্রস্তাবকারীগণ নিজেরাই সাত দিনের নোটিশে সাধারণ সভা আহবান করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে উক্ত সভায় কমপক্ষে পাঁচ জন সদস্যের একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই কমিটি ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ধারা-২৬ঃ পদত্যাগ ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা/সদস্য পদত্যাগ করিতে চাহিলে তিনি কারণ উল্লেখপূর্বক সভাপতি বরাবর পদত্যাগপত্র পেশ করিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পূর্ব পর্যন্ত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা যাইবে। এ বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা-২৭ঃ অব্যাহতি ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাহী কমিটির কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সদস্য দ্বারা অ্যাসোসিয়েশনের নির্ধারিত কাজ বা দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়, তাহা হইলে কমিটি উক্ত কর্মকর্তা ও সদস্যকে কমপক্ষে ৩০ দিনের নোটিশ দিবেন এবং পরবর্তী কালে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে উক্ত কর্মকর্তা বা সদস্যকে নিজ দায়িত্ব হইতে বা নির্বাহী কমিটি হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন। তবে কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের জন্য ক্ষতিকর

কাজে লিপ্ত হইলে তাহাকে ৭ দিনের নোটিশে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিয়া তার জবাব প্রাপ্তির পর উপ-কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করিয়া কার্যনির্বাহী কমিটি অব্যাহতির বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সদস্যের কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

ধারা-২৮ঃ বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ ঃ বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্ন বর্ণিত কার্য সম্পাদিত হইবেঃ

(ক) মহাসচিব কর্তৃক প্রণীত ও কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বারা অনুমোদিত বার্ষিক রিপোর্ট বিবেচনা;

(খ) বিগত বছরের 'অডিট রিপোর্ট' বিবেচনা ও হিসাব নিকাশ অনুমোদন;

(গ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ও কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত বাজেট অনুমোদন;

(ঘ) ধারা-২৪ অনুসারে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রয়োজনবোধে গঠনতন্ত্র ও বিধি প্রণয়ন, সংশোধন,পরিবর্তন ও অনুমোদন;

(চ) সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য যে কোন বিষয় উত্থাপন ও আলোচনা;

(ছ) সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভার সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইবে। সমান সমান ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতি কাস্টিং বা নির্ধারিত ভোট দিতে পারিবেন।

ধারা-২৯ঃ তহবিল ঃ তহবিলসহ সকল সম্পত্তি অ্যাসোসিয়েশনের নামে অর্জিত, স্বীকৃত ও পরিচালিত হইবে এবং তাহা অ্যাসোসিয়েশনের নিকট ন্যাস্ত থাকিবে। বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা, সদস্যদের চাঁদা এবং সরকার হইতে অনুদান লইয়া অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল গঠিত হইবে।

অ্যাসোসিয়েশনের তিন প্রকার তহবিল থাকিবে যথা- সাধারণ তহবিল, ডিউটি তহবিল ও প্রজেক্ট তহবিল। এই তিন প্রকার তহবিলের অর্থ সাধারণ পরিষদের সভায় সম্ভাব্য দিক-নির্দেশনা মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটি যে কোন তফসিলী ব্যাংক (ব্যাংকসমূহে) অথবা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখিবেন।

ধারা-৩০ঃ প্রজেক্ট তহবিল, ডিউটি তহবিল ও সাধারণ তহবিল ঃ

(ক) নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অর্জিত অর্থ বিশেষ তহবিলে জমা রাখিতে হইবে।

(খ) সকল জীবন সদস্যের চাঁদা ডিউটি তহবিলে জমা হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটি চলতি বছরের অর্জিত চাঁদার অনধিক শতকরা ৫০ ভাগ সাধারণ তহবিলে স্থানান্তর করিতে পারিবে (স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িক ঋণ হিসাবে)।

(গ) প্রবেশ ফি, বার্ষিক চাঁদা ও বিবিধ সূত্রে প্রাপ্ত অর্থসমূহ সাধারণ তহবিলে জমা হইবে।

(ঘ) জীবন সদস্য ব্যতীত সকল সদস্যকে বৎসরের বার্ষিক চাঁদা অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে অগ্রিম/বৎসর চলাকালীন প্রদান করিতে হইবে।

ধারা-৩১ঃ বিনিয়োগ অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে কার্যনির্বাহী কমিটি সমীচীন মনে করিলে ডিউটি তহবিলের টাকা সরকারি সিকিউরিটি, সঞ্চয়পত্র বা অন্য কোন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

ধারা-৩২ঃ ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ঃ অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাংক হিসাবসমূহ কোষাধ্যক্ষ এবং মহাসচিব অথবা সভাপতি-এর যৌথ স্বাক্ষর পরিচালিত হইবে।

ধারা-৩৩ঃ হিসাব নিরীক্ষা ঃ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা কর্তৃক নিয়োগকৃত হিসাব নিরীক্ষকের দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করাইয়া কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে মহাসচিব/কোষাধ্যক্ষ তাহা বার্ষিক সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

ধারা-৩৪ঃ গঠনতন্ত্রের সংশোধনী ঃ

(ক) গঠনতন্ত্র ও বিধি সংশোধনের প্রস্তাব কেবলমাত্র সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় অথবা এতদুদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সভায় বিবেচিত হইবে। অ্যাসোসিয়েশনের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত কোন বিষয় এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত কমিটি কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করার পরই সাধারণ পরিষদের বার্ষিক বা অন্য কোন সভায় আলোচ্যসূচীতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

(খ) এরূপ প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটি বা যে কোন সদস্য সংশোধনের জন্য লিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবেন। (গ) কোন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব প্রথমে কার্যনির্বাহী কমিটিতে বিবেচিত হইবে এবং কোন সংশোধনী থাকিলে তাহাদের মতামতসহ বিবেচনার জন্য সাধারণ সভায় পেশ করা হইবে।

(ঘ) এই গঠনতন্ত্রের কোন ধারা, উপ-ধারা বা শব্দের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংকোচন, সংযোজন বা রদবদলের প্রয়োজন হইলে সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে তাহা সংশোধন করা যাইবে।

(ঙ) সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদিত সংশোধনী গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা গঠনতন্ত্রের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা-৩৫ ঃ বিলুপ্তি ঃ অ্যাসোসিযেশনের বিলুপ্তির প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে অ্যাসোসিয়েশনের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়ার পর অ্যাসোসিয়েশন বিলুপ্তি হইবে অথবা যদি ক্রমাগত তিন বছর ধরিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা এত কম হয় যাহা নির্বাহী কমিটি গঠনের জন্য যথেষ্ঠ নয়, তবে অ্যাসোসিয়েশন অবলুপ্ত হইয়াছে বলিযা গণ্য হইবে।

ধারা-৩৬ঃ বিলুপ্ত অ্যাসোসিয়েশনের সম্পত্তি ঃ অ্যাসোসিয়েশন বিলুপ্ত হইলে, সাধারণ পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত না থাকিলে অত্র অ্যাসোসিয়েশনের সকল দায়মুক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এনএপিডি-এর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা-৩৭ ঃ নির্ভরযোগ্য পাঠ ঃ বাংলায় এই গঠনতন্ত্রের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ধারা-২৪ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনঃ

ক) সাধারণ ও আজীবন সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে/প্যানেল সিলেকশনের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে।

খ) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই মাস পূর্বে সভাপতি কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনত্রক্রমে নির্বাহী কমিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন এবং উক্ত কমিশনের একজন সদস্যকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দান করিবেন।

গ) নির্বাচন কমিশন কার্যনির্বাহী কমিটির সহযোগিতায় ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিয়া সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবেন।

ঘ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের এক মাস পূর্বে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবেন।

ঙ) অ্যাসোসিয়েশনের সকল বৈধ সদস্য ভোটার হিসাবে গণ্য হইবেন। তবে আসন্ন নির্বাচনের অন্তত ছয় মাস পুর্বে যাহারা অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত হইবেন, তাহারাই নির্বাচন কার্যত্রক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

চ) যে কোন পদের প্রার্থী হইতে হইলে তাহাকে অবশ্যই ভোটার হইতে হইবে।

ছ) নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্যই নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না। তবে তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে।

জ) প্যানেলে যুক্তভাবে অথবা স্বতন্ত্রভাবে যে কোন পদে যে কোন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন। তবে এক ব্যক্তি যুগপৎ একের অধিক পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

ঝ) নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ঞ) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে নির্বাচন সম্পন্ন করিয়া ফলাফল ঘোষণা করিতে হইবে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিকে দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবেন।

বিদ্যমান	প্রস্তাবিত সংশোধনী
ধারা-১৫ঃ পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা ঃ (ক) বাংলাদেশ বরেণ্য, বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহারা অ্যাসোসিয়েশনের কল্যাণে অবদান রাখিয়াছেন, তাঁহাদেরকেই অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া যাইবে। (খ) এনএপিডি এর মহাপরিচালক মহোদয় পদাধিকার বলে এসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক থাকিবেন।	ধারা-১৫ঃ পৃষ্ঠপোষক, উপদেষ্টা ও সভাপতি ঃ (ক) বাংলাদেশ বরেণ্য, বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহারা অ্যাসোসিয়েশনের কল্যাণে অবদান রাখিয়াছেন, তাঁহাদেরকেই অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া যাইবে। এই উপদেষ্টা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা কার্যনির্বাহী কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি হইবে না। (খ) এনএপিডি এর মহাপরিচালক মহোদয় পদাধিকার বলে এসোসিয়েশনের সভাপতি থাকিবেন। (গ) ১৫ (গ) নামে একটি উপধারা সংযোজিত হইবে। ১৫ (গ) মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এই এসোসিয়েশনের প্রাধন পৃষ্ঠপোষক এবং পরিকল্পনা বিভাগের সচিব পৃষ্ঠপোষক হইবেন।
ধারা-২০ঃ কার্যনির্বাহী কমিটি ঃ (গ) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল দায়িত্ব গ্রহণের পর হইতে ২ বৎসর বলবৎ থাকিবে।	ধারা-২০(গ) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল দায়িত্ব গ্রহণের পর হইতে ৩ বৎসর বলবৎ থাকিবে।
ধারা-২১ঃ কার্যনির্বাহী কমিটি ২৫ সদস্য বিশিষ্ট হইবে এবং নিম্নোল্লিখিত পদ গুলি থাকিবেঃ সভাপতি ঃ ০১ জন সহ-সভাপতি ঃ ০৩ জন মহাসচিব ঃ ০১ জন যুগ্ম মহাসচিব ঃ ০১ জন কোষাধ্যক্ষ ঃ ০১ জন সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ ০১ জন সহসাংগঠনিক সম্পাদক ঃ ০১ জন গবেষণা ও উপদেশনা বিষয়ক সম্পাদক ঃ ০১ জন প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক ঃ ০১ জন সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ ০১ জন প্রচার,প্রকাশনা ও জনসংযোগ সম্পাদক ঃ ০১ জন শিক্ষা ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ ০১ জন আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ঃ ০১ জন দপ্তর সম্পাদক ঃ ০১ জন মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ঃ ০১ জন সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ ০১ জন ক্রীড়া সম্পাদক ঃ ০১ জন নির্বাহী সদস্য ঃ ০৬ জন **মোট ঃ ২৫ জন**	ধারা-২১ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ০২ জন বর্ধিত করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠনের প্রস্তাব করা হইলঃ সহ-সভাপতি ০৩ জনের স্থলে ০৫ জন হইবে। যুগ্ম মহাসচিব ০১ জনের স্থলে ০২ জন হইবে। গবেষণা ও উপদেশনা বিষয়ক সম্পাদক পদটি বিলুপ্ত হইবে। প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক এর স্থলে মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক হইবে।